প্রতিনায়ক : সিরাজুল আলম খান By মহিউদ্দিন আহমদ

প্রতিনায়ক : সিরাজুল আলম খান

মহিউদ্দিন আহমেদের আগের বই দুটোর থেকে ভালো লেগেছে। যদিও একই ফরমেটে লেখা- মানে এলোমেলো ডুকেমেন্টস। তবে অনেকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কারণে অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে। এই বই সিরাজুল আলম খানকে নিয়েও লেখা হলে যুদ্ধ পূর্ব্বর্তী.

ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। ১৯৭০ সালের ডাকসু নির্বাচনে মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিএলএফের সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। দৈনিক গণকণ্ঠ এ কাজ করেছেন প্রতিবেদক ও সহকারী সম্পাদক হিসেবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সুংকোংহে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাস্টার্স ইন এনজিও স্টাডিজ' কোর্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও অধ্যাপক। তাঁর লেখা ও সম্পাদনায় দেশ ও বিদেশ থেকে বেরিয়েছে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা অনেক বই।১. এখন সত্য ইতিহাস লেখা যাবে না।লিখবেন না.

লিখলে মেরে ফেলবে।মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আবু জাফর শামসুদ্দীনকে বলা তাজউদ্দীন আহমদের এই কথার মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতির কদর্য ও ভয়াবহ রূপটি ধরা পড়ে।এদেশের রাজনীতিতে ষাট ও সত্তর দশক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়।এ সময় নিয়ে ধোঁয়াশাও প্রচুর।লেখক মহিউদ্দিন আহমদ ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে লিখছেন.

বইটি যাদের নিয়ে লেখা তাদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।বইয়ের প্রধান দুর্বলতাও হচ্ছে এটি সরাসরি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।অনেকে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনায় নিজেদের ভূমিকা পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বা হয়তো সুবিধামতো বয়ান দিয়েছেন।লেখক নিজে বিশ্লেষণ করেছেন কম।২. প্রতিনায়ক এদেশের ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় উন্মোচিত করেছে বা করার চেষ্টা করেছে।ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা.

মুক্তিযুদ্ধে মুজিববাহিনীর বিতর্কিত ভূমিকা ও ১৯৭১ পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং এতে সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা বইয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়।অনেক অনালোচিত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তির কথা এ বইতে আলোচিত হয়েছে।১৯৭১পরবর্তী সিরাজুল আলম খানসহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আচরণ দেখে ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হতে হয়।অবাক হয়ে ভাবতে হয়.

২০২১) মহিউদ্দিন আহমদ A very interesting and fascinating book about SAK. জাসদ।তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায় তথা 'নিউক্লিয়াস' এর বেশিরভাগ অংশই মাথার উপর দিয়ে গেছে।এই অধ্যায়ে এত বেশি পরিমান সাল এবং রাজনৈতিক নেতা কর্মীর নাম আছে যে আমি রীতিমতো হাবুডুবু খেয়েছি সেগুলো হজম করতে। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বুঝতে হলে ওই সময়ের রাজনীতি নিয়ে লিখা আর অন্তত গোটা দশ/পনেরোটা বই পড়া লাগবে। নাহলে আমার মতো এইরকম মাথার উপর দিয়েই যাবে।পরের দুটো অধ্যায় সেই তুলনায় ছিল অনেক স্মুথ। বিশেষ করে শেষের জাসদের অংশটুকু। যাকে কেন্দ্র করে এই বই লেখা - কারো কাছে 'কাপালিক'.

এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাসে সিরাজুল আলম খান একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। আসলে সিরাজুল আলম খান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ। ষাটের দশক থেকে রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এই ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর ছায়াতলে থেকে এক সময় বহু কাজ করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাসদের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এর সবকিছুর সঙ্গেই তার যোগাযোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানা সংকট এবং পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি হারিয়ে গেছেন। কিংবা আড়ালে থেকে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করা সিরাজুল আলম খান আবার আড়ালে পড়ে যান। তবে এবার স্বেচ্ছায় নয়.

অনিচ্ছায়।বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস নিয়ে কাজ করার সময়েই মহিউদ্দিন আহমদের মনে হয়েছিল কয়েকজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেও ইতিহাস রচনা প্রয়োজন। ২০২১ সালে এই চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখি সমনামী দুই ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা তার দুই বইয়ে। সিরাজ সিকদারকে নিয়ে লেখা 'লাল সন্ত্রাস' এবং সিরাজুল আলম খানকে নিয়ে এই বই 'প্রতিনায়ক'। সমসাময়িক দুই ব্যক্তিকে নিয়ে একই সময়ে আসা দুই বইয়ের মধ্যে তুলনা না চাইতেই চলে আসে তবে সেদিকে না গিয়ে কেবল এটুকু বলি.

সেই সময়ে তার আশেপাশে থাকা ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য না পেলে তাকে নিয়ে লেখা অসম্ভব। লেখক যাদের সাথে কথা বলেছেন তাদের কেউ এখনও সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত। অনেকেই অনেক কিছু সরাসরি বলতে চাননি। আবার কেউ বলেছেন।এই সবকিছু নিয়ে সিরাজুল আলম খানকে খুঁজে বের করে তুলে ধরার মহিউদ্দিন আহমদের চেষ্টা 'প্রতিনায়ক'.

#heading[10]

যা পড়লে অনেকেই খেই হারাবেন। কেননা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যারা সরাসরি যুক্ত তারাই পুরোটা বুঝতে পারবেন। অ্যামেচার পাঠককে আরও অন্তত খান তিরিশেক বই পড়তে হবে। সেই সময়ের রাজনীতির হাল হকিকত জানতে হবে। বইটা পরবর্তী সময়ের গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে কেননা মহিউদ্দিন আহমদ এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য এসেছেন যা তার সরাসরি সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত এবং কখনও কখনও এই সাক্ষাৎকার 'জেরা'য় পরিণত হয়েছে। জনাব আহমদ বারবার বলেছেন.

#heading[11]

সংযোগগুলো বুঝতে হয়। এই বইতে সিরাজুল আলম খানের পাশাপাশি শেখ ফজলুল হক মনির প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। এসেছে কর্ণেল তাহের মেজর জলিলদের কথা। কিন্তু সিরাজুল আলম খান কেন্দ্রিক বই হয়েও এখানে ক্রাচের কর্নেলের মতো কোন এক ধারার বয়ান আসেনি। এই বইটি হতে পারত একজন রাজনৈতিক কর্মী কিংবা লেখকের দৃষ্টিতে একজন রাজনৈতিক নেতার জীবনী কিন্তু লেখক এখানে প্রতিনায়কের ইতিহাসই রেখেছেন যা কেবল সিরাজুল আলম খানের ইতিহাস নয় বরং বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল এবং দেশের রাজনীতির বেশ দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস। মহিউদ্দিন আহমদ.

#heading[12]

পরবর্তী এবং যুদ্ধের সময়ের রাজনীতি ভালোই ধরা পরে। একই বিষয়ে অনেকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কারণে একই তথ্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিংবা ভিন্ন আঙ্গিকে ধরা পরেছে। যেহেতু মহিউদ্দিন আহমেদ কোনো কনক্লুসন দেন নি কাজেই বিভিন্ন জনের আলোচনা থেকে ইতিহাস বুঝে নেওয়ার দায় পাঠকের উপরেই থেকে যায়। মহিউদ্দিন আহমদ I think the views of sirajul Alam Khan is not right as he told. মহিউদ্দিন আহমদ মহিউদ্দিন আহমদের আগেকার বইগুলো যারা পড়েছেন তাদের কাছে এটাতে তেমন কোন নতুনত্ব পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে জাসদের উত্থান পতন বইটাতে একানকার অনেক কিছুই উঠে এসেছিলো। মহিউদ্দিন আহমদ জন্ম ১৯৫২ ঢাকায়। পড়াশোনা গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলপ্রতিনায়ক তারই ফলশ্রুতি। বইটি তিনটি অংশে বিভক্ত(নিউক্লিয়াস মুজিববাহিনীজাসদ।)বইয়ের প্রধান শক্তি হচ্ছেতারা একটু দায়িত্বশীল আচরণ করলে আমাদের ইতিহাস কতো অন্যরকম হতে পারতো!!৩. ষাটের ও সত্তর দশকের রাজনীতিকে এখন মনে হয় প্যান্ডোরার বাক্স।ধীরে ধীরে এ বাক্স খুলবে ও আমরা সত্য ও পুরোপুরি নির্মোহ ইতিহাস জানতে পারবো একদিনএটাই প্রত্যাশা।(৪ জুন কারো কাছে 'দাদাভাই' নামে পরিচিত সিরাজুল আলম খানের বাংলাদেশের রাজনীতিতে উত্থান এবং পতনের গল্পটা থ্রিলার গল্পের চেয়ে কিছু কম নয়। মুজিবের বিশ্বস্ত ডান হাত হিসেবে যেমন নাটকীয় ভাবে ঘটেছিলো তার উত্থান তার চেয়েও করুণভাবে ঘটেছে তার রাজনৈতিক জীবনের পতন। দাদাভাই এর নাটকীয় জীবনের সাথে বাংলাদেশের ৬০ এর দশক থেকে ৮০ এর দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরো অনেক না জানা চমকপ্রদ ঘটনাবলী উঠে এসেছে এই বইতে। মহিউদ্দিন আহমদ Sirajul Alam Khan Dada was the freedom fighter of 1971 but he was the Rajakar of 1990 mass movement. মহিউদ্দিন আহমদ ইতিহাসের প্রচলিত কিংবা জনপ্রিয় ধারার বাইরে আরেকটি ধারা আছে মোটা দাগে ইতিহাস। প্রায় সবাই যা ইতিহাস বলে জানে সেটাইকেই এই ধারায় ফেলা যায়। প্রচলিত ইতিহাস সাধারণত পড়ানো হয় জনপ্রিয় ইতিহাস প্রচার করা হয় আর এসব কেটে ছেঁটে যা সবার মধ্যে ঢুকে যায় তাই হলো মোটা দাগে ইতিহাস। আর সরলীকৃত সেই ইতিহাস গল্পের মতো। সেখানে ঘটনা থাকে। নায়ক থাকে খলনায়ক থাকে। প্রতিনায়কও থাকে।সত্যিকার অর্থে আমাদের সাহিত্য সিনেমায় 'প্রতিনায়ক' বিষয়টা খুব একটা উঠে আসে না। আমরা নায়ক এবং খলনায়ক পর্যন্তই বুঝি। আমাদের বলতে এখানেও মোটা দাগে বাংলা সাহিত্য বা সিনেমার কথা বলছি উপমহাদেশের কথাও বলা যায়। কিন্তু ক্লাসিক সাহিত্যে প্রতিনায়কের অভাব নেই এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিক মিথলজি থেকে শুরু করে রামায়ণ মহাভারতে প্রতিনায়করা মূলত নায়ক এবং খলনায়কের চেয়েও জটিল। আর বরাবরই তারা কাজ করেন পাদপ্রদীপের আলোর বাইরে বসে। বাস্তবেও তাই হয়। ফলে মোটা দাগের ইতিহাস তো দূর প্রচলিত ইতিহাসেও তারা ভেতরের পাতার এক কলামের সংবাদ হয়ে থেকে যান।বাংলাদেশের স্বাধীনতা জনযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যদি বাদও দেওয়া হয় দুটো বই লেখার ধরন ভিন্ন। 'লাল সন্ত্রাস' বইয়ে একটা জার্নি আছে সেখানে 'প্রতিনায়ক' অনেক বেশি তথ্য নিয়ে হাজির হয়।সিরাজুল আলম খান কী ছিলেন কেন ছিলেন কী কেন করেছেন তা আমি এখানে বলব না। এসব প্রশ্নের উত্তর লেখক এই বইয়ে এনেছেন কিনা তা ভাবতে গেলে মনে হয় এনেছেন অবশ্যই তবে তা সরাসরি ধরা দেবে না। লেখক নিজেও কিছু প্রশ্ন করেছেন এবং তার উত্তর তিনি খুঁজেছেন ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের কাছে৷ আলোচ্য বইয়ে লেখকের নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ কম (তবে যেটুকু আছে সেই পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ)। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকে শুরু করে যুদ্ধ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জাসদ থেকে শুরু করে এরশাদের সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে সিরাজুল আল��� খানের সংযোগ তুলে ধরেছেন।এই বইয়ের সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সিরাজুল আলম খান জাসদ ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার। প্রতিটি বিষয়ে লেখক তৎকালীন ঘটনাবলীর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের মুখ থেকে ফ্যাক্ট তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু একটা সময়ে জাসদের কার্যক্রম ছিল গোপন এমনকি খোদ সিরাজুল আলম খান শুরু থেকে 'রহস্যময়' জীবনযাপন করতেন 'আপনারা মুখ না খুললে তো ইতিহাস হারিয়ে যাবে।'মহিউদ্দিন আহমদের বইয়ে অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা থাকে না। তিনি কেবল ঘটনা তুলে ধরেন। ঘটনার পাশাপাশি কিছু প্রমাণ রেখে দেন কখনও সাক্ষাৎকার। সেখান থেকে পাঠককে নতুন কিছু খুঁজে বের করতে হয়.

: মহিউদ্দিন আহমদ বইটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত - ১. He committed political suicide by becoming the Dalal of dictator Ershad. নিউক্লিয়াস ২.মুজিববাহিনী ৩. This claiming should be assessed further